

বাংলা-শারিয়া-২

স্পর্ধা!

“জামাতের বিরুদ্ধে বলা ইসলামের বিরুদ্ধে বলারই নামান্তর” - মত্যানিজামী - ১ এপ্রিল ২০০৫।

ন স্যার! খুনী, ধর্ষক, ষড়যন্ত্রকারী, ইসলামের ছদ্মবেশী হিংস্র জামাতের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়ানোই ইসলাম। সেটাই আমরা করছি।

১। শারিয়া - বিশ্ব-মুসলিমের ঐতিহ্য ?

২। দুর্ঘটনায় ক্ষরিপূরণ!

৩। সার্বিক জীবন-বিধান ?

১। সুপ্রচুর মালপানি, লোকবল এবং সুস্বল্প মিথ্যাভাষণের অতিসুস্বল্প ষড়যন্ত্র দিয়ে “শারিয়া - বিশ্ব-মুসলিমের ঐতিহ্য”, এ শ্লোগানটাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপ বার বার এই শ্লোগানের শিকার হয়েছে। আশ্চর্য্য হলেও সত্যি, এই সুস্বল্প অস্ত্রের জোরেই ইউরোপের কিছু দেশে শারিয়ার কিছু আইন সরকারীভাবে গ্রহন করা হয়েছে, এর মধ্যে যে চিটিংবাজী আছে তা নিয়ে পরে লেখা হবে। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে শিগগিরই “ইসলাম হয় ইউরোপিয়ান হবে অথবা ইউরোপ ইসলামি হয়ে যাবে”- (বাসাম তিব্বি)। কিংবা - “এভাবে চললে এই শতাব্দীর শেষে ইসলাম ইউরোপীয় হয়ে যাবে অথবা ইউরোপ ইসলামি হয়ে যাবে” - (বার্নার্ড লুইস)।

ইউরোপের এই বিবর্তনের বিশদ বিবরণ ও প্রমাণ ধরা আছে ব্যাট ইয়র-এর “ইউরাবিয়া”-তে, বইটা সবিশেষ ইহুদি-ঘেঁষা মনে হলেও চাল থেকে কাঁকর আলাদা করা সম্ভব। আসলে ইউরোপ হয়ে হতে পারে মৌদুদিছলামি। সেটা আসল ইসলাম থেকে আলাদা বলেই অন্য মওলানারা বলেছেন মৌদুদি এক নুতন ইসলাম প্রচার করেছেন। তাঁর বইতে মৌদুদি নিজেও সেই নিজের ইসলাম গ্রহন করে নিজেকে “নয়া মুছলিম” বলেছেন। এই মৌদুদিছলাম-এর শ্লোগানগুলো হল “ইসলামি গণতন্ত্র”, “ইসলামি আন্তর্জাতিক আইন”, “ইসলামি মানবাধিকার”, “ইসলামি ব্যাংকিং”, “ইসলামি মেডিক্যাল এথিক্স”, “ইসলামী হ্যান্ডবুক” এবং “ইসলামি ত্যানো”। কোনদিন আমরা জামাতের কাছ থেকে “দেয়ালে পেরেক ঠোকার ইসলামি পদ্ধতি” পেয়ে যাব নিশ্চয়ই!

ঐতিহ্য কথাটার আভিধানিক অর্থ মনে মনে ঝালিয়ে নিন, উদ্ধৃতির পর ওটা দরকার হবে। এবারে উদ্ধৃতি, -
বাংলা-শারিয়ার পৃষ্ঠা ৯ থেকেঃ-

১। “১৭শ’ শতকে সর্বপ্রথম মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর সিংহাসনে আরোহনের চার বৎসর পর একটি রাজকীয় ফরমানের সাহায্যে ইসলামী আইনের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রণয়নের নির্দেশ জারী করেন.....সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইহাই ইসলামী আইনের সর্বপ্রথম সংকলন”।

২। তুর্কী উসমানী সরকার ১৮৬৯ সালে সাআদাত পাশার নেতৃত্বে একটি কমিটি ১৮৫১টি ধারা সম্বলিত ইসলামী দেওয়ানী আইনের একটি সংকলন প্রণয়ন করে..... এই সংকলনটি প্রধানত ফাতাওয়া

আলমগিরীকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহন করিয়া রচিত হইয়াছে১৯২৬ সাল পর্যন্ত তুর্কী সাম্রাজ্যে ইহা বলবৎ থাকে।

অর্থাৎ বারোশ' বছরের খেলাফত-রাজত্বে শারিয়ার কোনই সরকারী সংকলন ছিল না। যা ছিল তা শুধু ওই ইমামদের নামে তাঁদের ছাত্রদের বানানো ব্যক্তিগত মতামত, কাজীরা যখন যেটা সুবিধে সেটা খাটাতেন। বিশেষ কোন এক জায়গার বিশেষ কিছু মানুষের ব্যক্তিগত মত নিয়ে কোন বিশ্ব-সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য গড়ে উঠতে পারে? না, - পারে না। আর, মোগল বাদশাদের আমলটা নাকি শারিয়া শাসন? কথাটা ডাঁহা মিথ্যা। এটা আবার জামাতির আরেকটা ট্রিক। নামে মুসলমান বাদশা হলেই ইসলামি শাসন হিসেবে আর অমুসলিম রাজা-জমিদার হলেই ইসলাম-বিরোধী শাসন বলে চালানোর অপচেষ্টা। শারিয়া-শাসন হলে কি হত তা দেখানো আছে JamatePislami.com -এর অন্যান্য নিবন্ধে। তথাকথিত ইসলামি রাষ্ট্রে কি হয়? খুলে দেখুন মওলানা মুহিউদ্দীনের বাংলা-কোরাণ, পৃষ্ঠা ১৯৮ - “ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে হযরত ওমর ফারুককে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুনশী হিসাবে গ্রহন করে নিলে ভালই হবে। হযরত ওমর ফারুক উত্তরে বলেন, “এরূপ করলে মুসলমানদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহন করা হবে, যা কোরআনের পরিপন্থী”।

এই হল পিছলামি রাষ্ট্রের আসল চেহারা। কিন্তু মোগল বাদশাদের আমলে? “ভারতবর্ষের মুসলিম শাসন আমলেও দেশে ইসলামী আইন প্রচলিত ছিল”- জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস - পৃষ্ঠা ৩। ওয়াহ ওয়াহ, কেয়া বাত, কেয়া বাত! তা, কোথেকে পাওয়া গেল এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাস? না, সুত্রটা অবশ্য দেয়ার দরকার নেই কারণ তেনারা মনে করেন তেনারা যা বলবেন তা-ই সবাইকে বেদবাক্য বলে মেনে নিতেই হবে। মোগলের দরবারে জামাত কি উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে? নাকি ডাঁহা মিথ্যে কথায় ইতিহাসের তেশ মেরে দেয়া হল আর তরণ জামাতিদের মুন্ডু ঘুরিয়ে দেয়া হল? আমরা তো দেখছি জামাতির বড্ড গাএদাহ এই যে মোগলের রাজ দরবারে ছিল উচ্চপদস্থ বহু বহু অমুসলিম আমলাদের ভীড়। তালিকাটা বড্ড লম্বা, সবাই জানেন। প্রধান সেনাপতি মানসিংহ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শারিয়া-শাসন হলে এটা সম্ভব হত? এই সুবিশাল সাম্রাজ্যে অগণিত মানুষের ওপরে মোগলের শত শত বছরের রাজত্বে অবৈধ সম্পর্ক বা পরকীয়া বা মুরতাদকে পাথর মেরে হত্যা, চোরের হাত কাটা কিংবা অমুসলিমের ওপরে জিজিয়া করের একটা উদাহরণ স্যার! না দেখাতে পারলে এটাকে ইসলামি শাসন বা মুসলিম-ঐতিহ্য বলে চালানোটা ভন্ডামী নয়? (একমাত্র ব্যতিক্রম নীচে দেখুন)। সুত্র থাকলে না হয় কথা ছিল। বিশেষজ্ঞদের কথাই ধরুন। রিচার্ড ইটন বাংলায় ইসলামের ওপরে বিশ্ব-নন্দিত পণ্ডিত। দেখুন তাঁর The Rise of Islam and the Bengal Frontier -1204 - 1780 থেকেঃ- “আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩ - ১৫১৯) ও তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ (১৫১৯ - ১৫৩২)-এর আমলকে সাধারণভাবে বাংলার স্বর্ণযুগ বলা হয়। হুসেন শাহ-এর সময়ে হিন্দুরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সরকারে কর্মরত ছিলেন, যেমন তাঁর প্রধান মন্ত্রী, প্রধান দেহরক্ষী, ব্যক্তিগত-একান্ত সচিব, ব্যক্তিগত রাজ-চিকিৎসক, অর্থশালা-প্রধান ও চট্টগ্রামের গভর্নর..... ধর্মীয় সংস্কৃতির দিক দিয়ে বাংলার মুঘলদের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল : - চিশতি-তরিকার প্রতি বিশেষ সম্বন্ধ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ ও অমুসলমানদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করায় তাঁদের অনীহা”। (পৃষ্ঠার ফটোকপি ফ্যাক্সে প্রাপ্তব্য)।

মোগল আমলে ইসলামী শাসন ছিল না তার প্রমাণ মৌদুদি নিজেই দিয়েছেন কারণ তাতে তাঁর নরম দিল-এ বড্ড আঘাত লেগেছে, - বড়ই দুঃখের সাথে তিনি বলেছেন - “আহা যদি এই ইসলামই (অর্থাৎ মৌদুদির জামাতি-ইসলাম) ভারতের বুকে পেশ করা হতো এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা বাইরে থেকে এসেছিলেন এবং এখানে যারা ইসলাম গ্রহন করেছিলেন তারা যদি চেষ্টা করতেন তাহলে ভারতের চিত্র অন্যরকম হতো।” - (পাঠানকোটের বক্তৃতা -১৯, ২০ ও ২১শে এপ্রিল ১৯৪৫)।

অর্থাৎ মোগল আমলে ভারতবর্ষে ইসলামী শাসনের যে দাবী তা ভিত্তিহীন। সে রকম চেষ্টাই করেন নি মোগল সম্রাটেরা, শারিয়া-শাসন ভারতে কোনকালেই ছিলনা। এর সাথে যোগ করে নিন মোগল বাদশাহদের হোলি কিংবা নওরোজ উৎসবে যোগদান এবং (সম্ভবতঃ) কোন কোন ক্ষেত্রে অমুসলিম রানীদের উপস্থিতি। ওসব হল অমুসলিমের ধর্মীয় উৎসব, এবং হিন্দু-রাজপুত-পার্শী নারীকে মুসলমান বিয়ে করতে পারে না। সব মিলিয়ে চিত্রটা মোটেই ইসলামের নামে কোন ধর্মীয় শাসন নয়, কাজেই শারিয়া ভারত-মুসলিমের ঐতিহ্য নয়।

জামাতি ঐতিহাসিকের আরও তেলসমাতি দেখা যাক :- “আকবর তাঁর ষড়যন্ত্রমূলক এক অতি অভিনব ধর্ম প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছিলেন তার ফলেই ১৯৫৭ সালে পলাশীর মাঠে মুসলিম শাসনের রবি অন্তিমিত হয়”।
-জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস - পৃষ্ঠা ১৯৮।

ওহ! আকবরের জন্যই সিরাজের পরাজয়, - জবরদস্ত ঐতিহাসিক বটে! সিরাজুদ্দৌলার শাসন “মুসলিম শাসনের রবি” ছিল? সিরাজের সহচর গোলাম হোসেনের (সে তো অমুসলিম নয় যে এটাকে ষড়যন্ত্র বলে চালানো যাবে!) “সায়ারুল মুতাখ-খারিন”-এর মত প্রত্যক্ষ দলিল উপেক্ষা করে সিরাজের লাম্পটি আর নিষ্ঠুরতাকে না হয় বিতর্কিত করে তোলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর দরবারের দিকেই তাকানো যাক! ক’টা মুসলমান আছেন সেই “মুসলিম শাসনের রবি”-তে? দক্ষিণ ভারত থেকে লোটা-কম্বল নিয়ে বাংলায় এসে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ইংল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর সাথে পাল্লা দেবার যে ধনকুবের জগৎশেঠ (আসল নাম কি যেন), সে তো সিরাজের বড়ই কাছে মানুষ। আর রাজ-দরবারের মাণিকচাঁদ, উমিচাঁদ, কৃষ্ণবল্লভ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, নন্দকুমার এঁরা সব “মুসলিম শাসনের রবি”-র অধিনায়ক? হাঃ! সেনাপতির ওপরেই রাজাদের মাতব্বরি চলে। সিরাজের সেনাপতি কারা, কি করেছেন তাঁরা? বিশ্বস্ত হিন্দু আর কাশ্মীরী সেনাপতি দু’জন মীরমদন আর মোহনলাল, তাঁরা ক্লাইভ-ওয়াটসন-কিলপ্যাট্রিকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু নবাবকে ছেড়ে পালান নি। আর মীরজাফর পলাশীর সেই ঘোর নিয়তির সময় কোরাণ হাতে (শোনা কথা - সম্ভবতঃ দ্বিজেনদ্রনাথের “সিরাজউদ্দৌলা” নাটকে আছে) নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করার কসম খেয়েছিল, যার বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা পরাধীন ছিলাম ১৯০ বছর?

ইতিহাস বিকৃতিরও একটা সীমা আছে।

না, ভুল হল। জামাতির ইতিহাস বিকৃতিরও সীমা নেই, ইসলামকে বিকৃত আর বিক্রীত করারও সীমা নেই। “বিক্রীত” কেন বলছি? বলছি এইজন্য যে, নিন্দুকে বলে জামাত ওখান থেকে পয়সা পায়, পড়ে দেখুন অন্ততঃ “জামাতের অসল চেহারা” - মওলানা আবদুল আউয়াল পৃষ্ঠা ১৩২ - ১৩৯। জামাতের মহাগুরু মৌদুদি ইসলামী গণতন্ত্রের ধ্বংস ধরে সৌদি বাদশাহের (যে বাদশাহী ইসলাম বিরোধী) বিরোধীতা করা তো দূরের কথা, সেখান থেকে গদগদ হাস্যে পুরস্কার নিয়ে এসেছেন। মানুষের ইতিহাসে জাতীয়-বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা কম নয়। তার মধ্যে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নরওয়ারের কুইসলিং আর আমাদের মীর জাফর নাম দু’টো একেবারে শীর্ষে (আমার ব্যক্তিগত ধারণা কুইসলিং অপপ্রচারের শিকার হয়েছেন)। এমনিতে নাম হিসেবে “মীর জাফর” নামটা ভারী সুন্দর। কিন্তু ইতিহাসের এমনিই এক ক্ল্যাসিক কুলাঙ্গার যে তারপর থেকে সারা বাংলায় একজনও তার ছেলের নাম মীর জাফর রাখে নি, কোনদিন রাখবেও না। এরই নাম ঘৃণা, একটা জাতির তীক্ষ্ণ ঘৃণা।

মোগল আমলের একমাত্র ব্যতিক্রম বাদশা আওরঙ্গজেব, তা-ও আবার একটি মাত্র ক্ষেত্রে। একদিকে কোরাণ নকল করে সংসার চালাতেন, অন্যদিকে ক্ষমতার লড়াই ও খুন-জখমে নিজের ভাইকেও ছাড়েন নি। কোথায় কতদূরে সেই দিল্লী! বেচারী শাহ সুজা সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে বাংলা পার হয়ে আরাকানে পৌঁছেও

আপন ভাই আওরঙ্গজেবের হুকুমের জল্পাদের হাত থেকে বাঁচতে পারেন নি, খুন হয়ে গেছেন। দক্ষিণাত্যে দীর্ঘ বাইশ বছর যুদ্ধে যখন আওরঙ্গজেব ট্যাকখালির জমিদার অর্থাৎ নিঃস্ব, তখন সেই হাতীর খরচ যুগিয়েছিল বাংলা - যার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতায় বাংলাকে বলেছিলেন জান্নাতুল বেলায়েদ। আর আরোপ করেছিলেন অমুসলিমের ওপরে জিজিয়া। ব্যাস্, মোগলে ইসলামী শাসনের সেই শুরু সেই শেষ। দুর্বল একটা সূত্রে মোগল আমলে মুরতাদের মৃত্যুদন্ডের একটা মাত্র ঘটনা পাওয়া যায়। এক পর্তুগীজ মুসলমান হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করত। সে পরে মুরতাদ হয়েছিল, কিন্তু আওরঙ্গজেব তাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্যই, মুরতাদ হবার জন্য নয়। তা-ও সেটা পাথর ছুঁড়ে কি না তা জানি না, পাথর না হলে তো আর শারিয়া হল না।

মোদা কথাটা হল, একমাত্র মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা ছাড়া দুনিয়া জোড়া বিশ্ব- মুসলিম কখনো শারিয়ার পেনাল কোডের ছায়াও দেখেনি। সারা ভারতবর্ষ (১৯৭৯ থেকে পাকিস্তানের শারিয়া-শাসন ছাড়া), দক্ষিণ আফ্রিকা, বলকান-ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়া-অ্যামেরিকা-ক্যানাডা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন, চীন, রাশিয়ার মুসলমানেরা বাস্তব জীবনে শারিয়া পেনাল কোড কাকে বলে জানেই না। তা ছাড়া পেনাল ও পারিবারিক আইনগুলোতে কোরাণ লংঘন করার জন্য চিরকাল অসংখ্য ইসলামিক দার্শনিক, বিশেষজ্ঞ ও সুফিরা শারিয়াকে অনৈসলামিক বলেছেন এবং শারিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। অর্থাৎ যে শারিয়া কোনদিনই বিশ্ব-মুসলিমের সামগ্রিক সমর্থন পায় নি তাকে বিশ্ব-মুসলিমের ঐতিহ্য বলাটা ডাঁহা মিথ্যে কথা। এই সব অজস্র মিথ্যের ভিত্তিতে বালা-কুতুব-মৌদুদিরা নুতন এক উদ্ভট ইসলাম বানিয়েছেন যা আজ বিশ্ব-মুসলিমের গলায় ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশ্ব-মানবতার প্রতি সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট সাংস্কৃতিক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, নবীজী হয়েছেন হালাকু খান (নাউজুবিল্লাহ) আর কোরাণ হয়েছে Manual of Terrorism (নাউজুবিল্লাহ) কারণঃ-
“Moududi sees Prophet SM in political terms, explains Islamic worship in military jargon and interprets the Qura'an as pure power-politics”.

আমাদের বাচ্চাদের জন্য এই জঘন্য ইসলাম রেখে যাব না আমরা। আমরা আমাদের জলজ্বলের মাদুরে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলব এ অভিশাপকে যে ইসলামের নামে বাংলাদেশকে জাহান্নামে পরিণত করতে চায়।

২। বাংলা-শারিয়া প্রথম খন্ড- পৃষ্ঠা দশ। “বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ট্রাক ও বাস অ্যাক্সিডেন্টে নিরীহ মানুষ মরিতেছে। যাহারা নিহত হইতেছেন, তাহার আসকল পাওনার উর্ধে চলিয়া যাইতেছেন। তাহাদের সন্তান-সন্ততির করুণ দশার পূর্ণ ও যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণের দিকে পাশ্চাত্য আইন কোন দৃষ্টি দিবার পর্যাপ্ত বিধান রাখে নাই। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণের বিধান ইসলামী আইনের সর্বকালীন আধুনিকতা প্রমাণ করে”।

তাই? “তাহাদের সন্তান-সন্ততির করুণ দশার পূর্ণ ও যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণের দিকে পাশ্চাত্য আইন কোন দৃষ্টি দিবার পর্যাপ্ত বিধান রাখে নাই”? আচ্ছা! তাহলে পাশ্চাত্যের বাস-প্লেনের টিকেটে যে ক্ষতিপূরণ লেখা আছে বলে মনে পড়ছে, সেটা কি আইন নয়? আচ্ছা, আমরা না হয় এ ব্যাপারে বিশেষ-অজ্ঞ। তাহলে বিশেষজ্ঞের কথাই শোনা যাক। সারা জীবন যিনি এই পেশায় উচ্চপদে কাজ করেছেন সেই জনাব হারুণের রশীদ, বাংলাদেশের বিখ্যাত ডেল্টা ইন্সিওরেন্সের রিটার্ডার্ড এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, তিনি কি বলছেন? তিনি বলছেনঃ- “ওসব হল বাজে কথাবার্তা, ওরা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। বাংলাদেশের মানুষ আইন জানেনা বলে অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ দাবী করে না, কিন্তু আমাদের আইনেও দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। পাশ্চাত্যে তো অবশ্যই আছে। জামাত আসলে ইসলামের নামে মানুষ ঠকায়।”। (জনাব হারুণের রশীদ ভক্ত মুসলমান, কয়েকবার হজ্ব করেছেন। তিনি তাঁর নাম ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন)।

অতএব, পশ্চিমের যেসব আইন আমাদের সংস্কৃতির সাথে খাপ খায় না তার কথা বলুন। যৌন-আইনের কথা বলুন, সমকামী বিয়ের কথা বলুন, বিয়ের আগে একসাথে থাকার কথা বলুন, শিল্প-সংস্কৃতির নামে নগ্নতার কথা বলুন, আমরা সমর্থন করি। আর সেই সাথে পশুদের “পাশবাধিকার” সম্পর্কে বায়বীয় অনুরোধ-উপরোধ বা সুমিষ্ট পরামর্শ নয়, সুস্পষ্ট শারিয়া আইনটা কি তা শারিয়া-কেতাবের পৃষ্ঠা ও উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান। না থাকলে নুতন আইন তৈরী করুন, খামাখা “আল্লার আইন” নাম না দিয়ে নিজের নাম দিন, আমরা সমর্থন করি। এসব দেশে পশুদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে মানুষ আদালতের শাস্তি পেয়েছে, কিন্তু মুসলিম-সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এমন কোনই দলিল পাই নি। শারিয়ার টাউস কেতাবগুলোও এ ব্যাপারে নিঃশব্দ নীরব। থাকলে দেখিয়ে দিন, লক্ষ্মী ছেলের মত মেনে নেব। কিন্তু মিথ্যে কথা বলে আমাদের আর হাইকোর্ট দেখাবেন না। চোদ্দশ’ বছর ধরে ও খেল আমরা দেখেছি, এবারে খেলা ভাঙ্গার খেলা।

৩। এটা একটা অতি-বিখ্যাত শ্লোগান, - পৃষ্ঠা ৯ :- “ইসলাম যেহেতু একটা সর্বকালীন সকল দেশের পূর্নাজ্জ জীবন-বিধান, তাই সর্বত্র মানবজীবনের নুতন ও পুরাতন সকল সমস্যা নিরসনের পথ ও পন্থা এবং পদ্ধতি ও বিধান ইসলামের বিধানের মধ্যে নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে”।

বেশ। যে কোন কথা বলাটা খুবই সোজা, বললেই হল! কারণ তাতে ঘিলুও লাগেনা আর ভিত্তিহীন কথার শাস্তিও নেই। তাই কথাটা আজকাল জামাতির মুখে এত বেশী শোনা যাচ্ছে যে শতচক্রে ভুত হয়ে উঠেছে ভগবান। কিন্তু “নুতন ও পুরাতন সকল সমস্যা নিরসনের পথ ও পন্থা এবং পদ্ধতি ও বিধান” কথাটা বাস্তবে দেখিয়ে প্রমাণ হবে, নাকি শুধু অন্ধ-বিশ্বাসের ওপর ভর করে ত্রিশংকু-র মত শূন্যে ঝুলতে থাকবে? যেহেতু সংজ্ঞা জিনিসটা যে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা, উপলব্ধি, আলোচনা ও বিতর্ককে সুস্থ কাঠামোতে ধরে রাখে, তাই দয়া করে চারটে শব্দের সংজ্ঞা দিন, “পূর্নাজ্জ”, “জীবন”, “বিধান” ও “জীবন-বিধান”। তারপরে ওই শ্লোগানটাকে সেই সংজ্ঞায় ফিট-ইন করার চেষ্টা করুন। দেখবেন, প্রচন্ড অসুবিধে হচ্ছে, ঠিক ব্যাটেবলে হচ্ছে না। কারণ যা হচ্ছে তাই বলে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলাটা সহজ কিন্তু সোনার পাথরবাটি বাস্তবে সম্ভব নয়। ওসব শ্লোগান জামাতিয়ে বড্ড পেয়েরের কারণ সে এ সত্য বুঝবার ক্ষমতা রাখে না যে, জীবন বহুমাত্রিক নয়, জীবন অনন্ত-মাত্রিক। অতিত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অসংখ্য মানুষের অসংখ্য ধরণের জীবনে সংখ্যাহীন সমস্যা আছে। নাইজিরিয়ার মাঝি আর ইন্দোনেশিয়ার জেলে-র সমস্যায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। সে সবার সমাধানের দায়িত্ব ইসলামের নয়, মাথা খাটিয়ে সব সমাধান বের করতে হয় মানুষকেই। সে জন্যই মানুষকে দু’টো অপূর্ব হাতিয়ার দেয়া হয়েছে, বুদ্ধি আর বিবেক। ইসলামের কাজ হল শুধু ওই হাতিয়ার দু’টোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার নৈতিক দিক-নির্দেশনা দেয়া, বাস্তব জীবনের তাবৎ সমস্যার সমাধান দেয়া নয়। বাচ্চার অসুখে কোন ডাক্তারের কাছে যাব, গাড়ীর হারানো চাবিটা কোথায় খুঁজলে পাব, ক্যানাডার বরফে কোন জুতোটা পিছলে যাবার হাত থেকে বাঁচাবে, পরাণের প্রেমিকাটা ইংগিতে ভংগীতে অন্যের দিকে ঝুঁকছে কেন, বাংলাদেশ সম্মেলনটা কিভাবে আবার জোড়া দেয়া যায়, এমন অসংখ্য সমস্যা আছে জীবনে, কোন “পূর্নাজ্জ জীবন-বিধান”-এর পক্ষে ওগুলোর সমাধান দেয়া সম্ভবও নয়, তার সে দায়িত্ব নেই। ধর্ম হল শুধু নৈতিকতার ফ্রী আড়ত। সেখানে অন্য কিছু খুঁজলে ন্যাড়া মাথায় বেল পড়তে বাধ্য, জগাখিচুড়ি হতে বাধ্য। গাড়ীর দোকানে কাপড় পাওয়া যায় না, কাপড়ের দোকানে সজী পাওয়া যায় না। জীবনে এমনও বহু সমস্যা আছে যার কোন সমাধান নেই। খামাখা সে দায়িত্ব ইসলামের ঘাড়ে চাপিয়ে ইসলামকে “ব্যর্থ” প্রমাণ করবেন না, ইসলামকে বদনাম করবেন না। “ইহা মহা-বিজ্ঞানময় কেতাব” - শুধু আধ্যাত্ম-বিজ্ঞানেই, ল্যাবরেটরির টেস্ট-টিউবে নয়।

যেমন, - কেমিক্যাল সায়েন্স এর সাথে লাইব্রেরী সায়েন্স বা পলিটিক্যাল সায়েন্সের চূড়ান্ত পার্থক্য আছে।
